# কাশফুলের ব্যথা

( অধ্যাপক—শ্রীকৃষ্ণধন দে, এম্, এ, বিদ্যানিধি, কবিশেখর )

সবার কাছে বিদায় নিয়ে, তোর কাছে মা চাই ;
সবার সেরা তোর স্নেহ মা তুলনা তা'র নাই।
শিশির-মাখার সাথে সাথে
এম্‌নি সবুজ আঙ্গিনাতে
নিত্য যেন ঊষার আলোয় পরশটী তোর পাই !

তোর পায়ে মা, পড়্‌ব ঝরে' এইত বড় সুখ ;
তোর ধূলাতে মিশিয়ে-দেহ গর্ব্বে ভরে বুক ;
তোর অনিমেষ নয়ন দুটী
শিয়রে মোর রয় যে ফুটি',
স্নেহের হাসি উজল করে মা তোর করুণ মুখ !

সত্যি মা, মোর সাধটী মনের ভোরের আলোর সনে
ফুল হ'য়ে যে ফুটল শুধু সেবার আকিঞ্চনে !
তোর করুণার স্বর্গ বেয়ে
ধরায় এলাম যে গান গেয়ে,
সন্ধ্যা-ঊষায় সুরটী যে তার নিত্য জাগে মনে !

সোনালী রং কনক চাঁপা তোর যে রতনচূড়,
ঘাসের বনের গুচ্ছকুসুম তোরি যে নূপুর !
সোঁদালফুলের কেয়ুর-হারে
হাজার মাণিক ঝিলিক্ মারে,
মা তোর আঁচল শ্বেতশতদল শোভায় যে ভরপুর !

স্নেহের ব্যথা ঘনিয়ে আসে আজ কি মা তোর মনে ?
সজল আঁখির কাজল আঁকা তাই কি কেয়ার বনে ?
মাঠের পারে মেঘের কাছে
অশ্রু যে তোর থম্‌কে আছে,
দীরঘ শ্বাসের পরশ যে পাই উদাস সমীরণে !

দিনের শেষে সূর্য্য যখন বসেন আপন পাটে,
ধানের শীষে কাঁপন ধরে সবুজ ভরা মাঠে,
কোথায় দূরে গ্রামের মাঝে
ঢাকের রবে বোধন বাজে,
হৈম বরণ তোর মা, দেখি পদ্ম-দীঘির ঘাটে !

মুখখানি তোর মুছিয়ে যে মা আদর করে তাই,
প্রাণের আশা মিটিয়ে তোরে ব্যজন করে যাই !
বিদায় দে মা, আবার এসে
শরৎরাণীর শোভার দেশে
তোর চরণে পাই যেন মা, একটু আমার ঠাঁই !

---